|  |  |
| --- | --- |
| cid:image002.gif@01D38871.7A905E40 | cid:image004.gif@01D38871.7A905E40 |

**সংবাদ বিজ্ঞপ্তি**

**বাংলাদেশঃ সাংবাদিকদের হত্যার জন্য ‘ভয়ানক এবং ব্যাপক দায়মুক্তির সংস্কৃতি’ – জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞ**

জেনেভা (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২) – বিশিষ্ট সাংবাদিক সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনির হত্যাকাণ্ডের দশম বর্ষপূর্তিতে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান শেষ না হওয়ার ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে না পারার ব্যর্থতার কারনে জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞগণ\* গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন।

বিশেজ্ঞরা বলেন, “দুজন সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ডের পর এক দশক পার হলেও এখনও কোন বিচার হয় নি এবং

বাংলাদেশে এক ভয়ানক এবং ব্যাপক দায়মুক্তির সংস্কৃতি বিরাজ করছে।”

সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনিকে তাঁদের বাড়িতে তাঁদের পাঁচ বছরের ছেলের সামনে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, বাংলাদেশের জ্বালানী খাতে দুর্নীতির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নিয়ে কার্যক্রম ও তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের কারনেই এই দম্পতি লক্ষ্য হন।

২০১২ সালে উচ্চ আদালত র‍্যাবকে এই মামলা তদন্তের দায়িত্ব দেন। ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে উচ্চ আদালত ৮৪তম বারের মত র‍্যাবকে তাদের তদন্তের ফলাফল জমা দিতে বলেন। যা এখনও সম্পন্ন হয় নি।

“সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিচার না হলে তা মিডিয়াকে ভয় দেখিয়ে চুপ করানোর উদ্দেশ্যে দোষীদের উৎসাহ দেয় এবং আরো আঘাত, ভীতি ও হত্যাকে ত্বরান্বিত করে; এবং আমরা বাংলাদেশে সেই গভীর উদ্বেগের নিদর্শন দেখতে পাই,” – বলেছেন বিশেষজ্ঞগণ।

কমপক্ষে ১৫ জন সাংবাদিক গত দশ বছরে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞগণ সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে বিনা বিচারে আটক, আক্রমণ, অপহরণ, অনলাইন ও অফলাইনে ভীতিপ্রদর্শন এবং আইনী হয়রানির শিকার হওয়ার অসংখ্য প্রতিবেদন পেয়েছে।

ঘটনাগুলির তদন্ত বা বিচার হয় নি বললেই চলে। কিছু আক্রমণের ঘটনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি জড়িত বলে ধারনা করা হয়। জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের গোচরে আনা অভিযোগগুলিরও প্রায়ই কোন জবাব মেলে না। ২০১২ সালে সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনির হত্যাকাণ্ডের পর জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞদের পাঠানো চিঠির কোন জবাব সরকারের কাছ থেকে কখনই পাওয়া যায় নি।

২০১৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অভিযুক্ত শাহজাদপুরের তৎকালীন মেয়রের গুলিতে নিহত সাংবাদিক ও মানবাধিকারর্মী আব্দুল হাকিম শিমুলের মামলার বিচারকার্য বারংবার বিলম্বিত হওয়ায় বিশেষজ্ঞগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের আওতায় মামলাটির সকল আসামী বর্তমানে জামিনে আছেন।

অতিমারি মোকাবেলায় সরকারের সমালোচনা করায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত হয়ে নয় মাসের প্রাক-বিচারিক আটকাবস্থায় ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেলখানায় মৃত্যুবরণকারী লেখক মুশতাক আহমেদের কথাও বিশেষজ্ঞগণ স্মরণ করেছেন।

পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের শিকার হওয়া এবং অসুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালে নিতে তিন ঘন্টা বিলম্ব হওয়ার পারিবারিক উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার পরিবর্তে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত অভ্যন্তরীণ একটি তদন্ত কমিটি পরিবারের দাবীর বিষয়ে তদন্ত না করেই তাঁর মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে সাব্যস্ত করে। উদ্বেগ প্রকাশ করা সত্ত্বেও জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞগণ সরকারের কাছ থেকে কোন জবাব পায় নি।

“আক্রমণ, ভীতি ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার সহজাত ঝুঁকি থেকে সাংবাদিকতা মুক্ত থাকা উচিৎ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দোষীদেরকে বিচারের সম্মুখীন করতে না পারার সরকারি ব্যর্থতার কারনে সেটাই বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীর বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে” বিশেষজ্ঞগণ বলেন।

“সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সম্পূর্ণ, দ্রুত, বিশদ, স্বাধীন ও কার্যকর তদন্ত পরিচালনা ও তা সম্পন্ন করা এবং দোষীদেরকে বিচারের সম্মুখীন করার জন্যে আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই”

শেষ।

\* বিশেষজ্ঞগণঃ আইরিন খান, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন রাইট টু ফ্রিডম অব ওপিনিয়ন এন্ড এক্সপ্রেশন; মেরি লঅলার, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন দি সিচুয়েশন অব হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস

*স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারস এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞগণ মানবাধিকার কাউন্সিলের স্পেশাল প্রসিডিউরস এর অংশ। স্পেশাল প্রসিডিউর, জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার ব্যবস্থাপনার স্বাধীন বিশেষজ্ঞগণের বৃহত্তম অংশ যা কাউন্সিলের দেশভিত্তিক বা ইস্যুভিত্তিক মানবাধিকার বিষয়ে স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান ও তদারকি করে থাকে। স্পেশাল প্রসিডিউর স্বেচ্ছাভিত্তিক, তাঁরা জাতিসঙ্ঘের স্টাফ নন এবং তাঁদের কাজের জন্য কোন বেতন নেন না। তাঁরা কোন সরকার বা সংগঠনের অংশ নন এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করে থাকেন।*

*আরো অনুসন্ধান বা যোগাযোগের জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : Martha Lewis (consultant.lewis@un.org) or*[*ohchr-freedex@un.org*](mailto:ohchr-freedex@un.org)*.*

*মিডিয়া সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে Renato Rosario De Souza (*[*renato.rosariodesouza@un.org*](mailto:renato.rosariodesouza@un.org)*) or Jeremy Laurence (+ 41 79 444 7578 /* [*jeremy.laurence@un.org*](mailto:jeremy.laurence@un.org)*).*

*Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter* [*@UN\_SPExperts*](https://twitter.com/UN_SPExperts)*.*

*Concerned about the world we live in?  
Then STAND UP for someone’s rights today.  
#Standup4humanrights*

*and visit the web page at* [*http://www.standup4humanrights.org*](http://www.standup4humanrights.org/)